ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের (ঢাবি) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন চারজন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে শাড়ি পরা নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত ঘটে বলে সংগঠনের নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন।

নেতাকর্মীরা জানান, ছাত্রলীগের সাবেক প্রশিক্ষণবিষয়ক উপসম্পাদক তানিয়া আক্তার তাপসী বঙ্গমাতা হলের শিক্ষার্থী। তিনি ওই হলের সভাপতি ও সম্পাদকের সঙ্গে না গিয়ে আলাদাভাবে নিজের অনুসারীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সভায় যেতে চান। এ জন্য তিনি নিজের অনুসারীদের জন্য আলাদা শাড়ি দাবি করেন। কিন্তু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শাড়ি দিতে অস্বীকৃতি জানান। শাড়ি না পেলেও শুক্রবার আলাদাভাবে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন তাপসী। পরে সন্ধ্যায় হলে ফিরে গেলে এ নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়। তাপসীকে হল থেকে বের করে দেওয়ার হুকুম দেন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি এবং একপর্যায়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। হল ছাত্রলীগের সভাপতি কোহিনূর আক্তার রাখি ও সাধারণ সম্পাদক সানজিনা ইয়াসমিনও মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে শুরু হওয়া হাতাহাতি ও সংঘর্ষ চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। এ ঘটনায় চার জন আহত হন। তারা হলেনÑ কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণাবিষয়ক সাবেক উপসম্পাদক ও হলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রনক জাহান রাইন, প্রশিক্ষণ উপসম্পাদক তানিয়া আক্তার তাপসী, ছাত্রলীগকর্মী সুলতানা ও সাধারণ শিক্ষার্থী শাহিদা আক্তার। ঘটনার পর হলে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর একেএম গোলাম রব্বানী ও হলের প্রাধ্যক্ষ নিলুফার পারভীন। পরে সেখানে গিয়ে দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির ও সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান। প্রক্টর গোলাম রব্বানী বলেন, ‘বঙ্গমাতা হলের ছাত্রীদের দুটি পক্ষের মধ্যে এক ধরনের অবস্থান তৈরি হয়েছিল। এটা খুব বড় কোনো বিষয় ছিল না। আমরা দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। বিষয়টি মীমাংসা হয়ে গেছে।’ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান বলেন, ‘বঙ্গমাতা হলে যা ঘটেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, হল প্রশাসনসহ দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ঘটনার সুষ্ঠু সমাধান করা হয়েছে।’